যুগান্তর

তারিখ: 16 NOV 2017
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ৬

নবাবগঞ্জে এসএসসির ফরম পূরণ

অতিরিক্ত টাকা আদায়

যুগান্তর রিপোর্ট, *নবাবগঞ্জ*

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এসএসসি. পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের দাবি, ফরম পূরণে সরকার নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত না নিতে স্কুলগুলোকে বোর্ড চিঠি প্রেরণ করলেও প্রতিষ্ঠান প্রধানরা নানা অজুহাতের ফি'র কথা বলে ৫ হাজার টাকার অধিক পর্যন্ত আদায় করছে। অভিভাবকরা জানায়, কোচিং ক্লাস, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, খেলা, মিলাদ, পূজা, স্কাউট, বিদ্যুৎ, কর, অনলাইন ফরম পূরণসহ বিবিধ খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে গেলে পরিচালনা কমিটি চাপ সৃষ্টি করেছে। অনেকেই ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার কথা ভেবে মুখ খুলছে না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্র জানায়, আগামী বছর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। তাই স্কুলগুলোতে নির্বাচনী পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ কার্যক্রম চলছে। শিক্ষা বোর্ড এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ১ হাজার ৭২০ টাকা এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য ১ হাজার ৫৫০ টাকা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলো বোর্ডের কোনো নির্দেশনা না মেনে অন্যান্য স্কুলগুলোর সঙ্গে যোগসাজশে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে নিচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুধঘাটা পিজি উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান ৫ হাজার ২শ' টাকা করে নিয়েছে রশিদ দিয়েছে ১ হাজার ৭০০ টাকার। আমি কৃষক পরিবারের সন্তান। বাবার সামান্য আয়ে সংসার চলে। এত টাকা দিয়ে ফরম পূরণ আমার পরিবারের সামর্থ্য নেই। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে টাকার ব্যবস্থা করেছি। উপজেলার বালুখণ্ড পিজি উচ্চ বিদ্যালয়, বারুয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়, গালিমপুর সোনাবান উচ্চ বিদ্যালয়, আগলা চৌকিঘাটা জনমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়, গালিমপুর রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, পাড়াগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, শোল্লা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিকেবি উচ্চ বিদালয়, মেলেং উচ্চ বিদ্যালয়, কলাকোপা কেপি উচ্চ বিদ্যালয়সহ উপজেলা সদরে অবস্থিত বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ আছে। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানরা মুঠোফোনে ১৭-১৮শ' টাকার কথা স্বীকার করেছেন। গালিমপুর সোনাবান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আনছার উদ্দিন বলেন, বোর্ড নির্ধারিত টাকার বাইরে কোনো অর্থ নেয়া হয়নি। আগলা চৌকিঘাটা জনমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ.ক.ম শরিফুর ইসলাম বলেন, বোর্ডের বাইরে স্কুলে কিছু টাকা নেয়া হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা না নিতে মৌখিক ও চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপরেও কেউ বেশি টাকা নিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।